হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ১০৭৬০/২০১৯

সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)

----আসামী-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

----প্রতিবাদীদ্বয়।

অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম

----আসামী-আপীলকারী পক্ষে।

অ্যাডভোকেট চৌধুরী নাসিমা

----দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

অ্যাডভোকেট মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহম্মেদ, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
অ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
অ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৮.১১.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১১.১২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ১৬/২০১৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল।

প্রসিকিউশন পক্ষের মামলা সংক্ষেপে এই যে, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট বিগত ইংরেজী ০১.০৯.২০১৬ তারিখে কোতয়ালী থানায় এজাহার দায়ের করে বলেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর ই/আর নং ০৮/২০১৬ অনুসন্ধানে অভিযুক্ত সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল) এর হেফাজতে থাকা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট চাহিত রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন।

উপ-পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তঅন্তে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ধারায় সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। তদন্তে এজাহারনামীয় আসামী সুব্রত হালদার (জুয়েল) বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারা মোতাবেক অভিযোগপত্র কোতয়ালী সিলেট থানার অভিযোগপত্র নং ৩৫, তারিখ ১৬.০২.২০১৭ দাখিল করেন। বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ, সিলেট বিগত ইংরেজী ১৫.০৬.২০১৭ তারিখে আসামী সুব্রত হালদার (জুয়েল) বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারা এর অপরাধ আমলে গ্রহন করেন। পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক আপীলকারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারার অভিযোগ গঠন করে আপীলকারীকে পড়ে শুনানো হলে আপীলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানের নিমিত্তে প্রসিকিউশন পক্ষ ৩(তিন) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। সাক্ষ্য সমাপান্তে আপীলকারীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করলে আপীলকারী নিজেকে নির্দোষ দাবী করে এবং তার স্বপক্ষে কিছু কাজগপত্র জমা প্রদান করে। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১৬/২০১৭(কোতয়ালী থানার মামলা নং ০১ তারিখ ০১.০৯.২০১৬, জি, আর মামলা নং ২৫৭/২০১৬ ধারা ১৯(৩) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ হতে উদ্ভুত)-এ বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামী সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)-কে দোষী সাব্যস্থ করে ৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/(দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে অত্র ফৌজদারী আপীলটি দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ০৯.১০.২০১৯ তারিখে শুনানীর জন্য গ্রহন করা হয়। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট চৌধুরী নাসিমা দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথি পর্যালোচনা করলাম। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট চৌধুরী নাসিমা এর যুক্তিতর্ক শ্রবন করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মামলা নং -১৬/২০১৭ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০১৯ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"This is a case indicting the sole accused namely Shubroto Chakrabharty Jewel for willfully disobeying the notices issued under sub-section 1 of section 19 of the Durniti Domon Commission Ain, 2004. Pertinent case of the prosecution which has been programmed in*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the ejahar and unfurled till closure of the evidence of the proseciton is that the informant namely Reva halder, Deputy Director, Sojeka, Anti-Corruption Commission, Sylhet appearing before the Police Station, Kotwali, Sylhet, at 00.05 hours of time on 01.09.2016 lodged the ejahar to the effect that Ram Mohan Nath, Deputy Director, Sojeka, Anti-Corruption Commission, Sylhet while conducting inquiry on the basis of E.R. no. 08/2016 of his office issued notices bearing memo No. 1662 dated 25.05.2016, memo No. 1803 dated 09.06.2016 and memo No. 1948 dated 22.06.2016 upon the accused who received the first two notices through his agent namely Md. Nizamuddin, Office Assistant and the last one by himself. Unfortunately the accused in order to suppress the fact of alleged misappropriation did not appear with the records called for nor he furnished his statements and thus committed an offence under sub-section 3 of section 19 of the Durniti Domon Commission Ain, 2004. *Having been assigned the informant herself investigated the case. Appearently she seized receipt copies of the aforementioned three notices and recorded the statement of two witnesses u/s 161 of the Cr.P.C. After having the saction and considering the case docket as a whole she eventually submitted the charge sheet being no. 35 dated 16.02.2017 observing all formalities duly against the sole accused namely Shubroto Chakrabharty Jewel U/S 19(3) of the Durniti Damon Commission Ain, 2004.* *After submission of the charge sheet the case record was received by the learned Senior Special Judge who after taking cognizance transferred the case to this court for trial on 15.06.2017.*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Charge is seen to have framed against the accused u/s 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 on 20.09.2018. The charge was accordingly read over and explained to the accused who pleaded not guilty and claimed to be tried. *During trial the prosecution examined 03 (three) witnesses including the informant who also deposed as I.O. separately as well. After closure of the evidence from the side of the prosecution, the accused was examined under section 342 of the Code of Criminal Procedure, 1898 when he pleaded his innocence. Submitting some papers he declined adduce oral evidence in his favour.* *Defence case as could be gathered from the trend of cross examination and statements recorded under section 342 of the Code of Criminal Procedure, 1898 as well as the paper submitted therewith is that of innocence and total denial of the allegation* ***Points for determination:*** *1.Whether the accused willfully disobeyed the notices issued under sub-section 1 of section 19 of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 at the time, place and in the manner as alleged in the ejahar.* *2. Whether the accused committed the offence U/S 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004.* *3. Whether the accused is liable to be convicted thereunder.* ***Finding and decisions:*** *Since the points are intricately interwoven they are taken up together for the sake of brevity and convenience of discussion.* *At the time of arguments learned lawyer for the accused cluld not point out any legal flaw in the entire*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		proceeding of enquiry transacted by Ram Mohan Nath, Deputy Director, Sojeka, Anti-Corruption Commission, Sylhet and in the event of lodgment of the case by the informant namely Reva Halder, Deputy Director, Sojeka, Anti-Corruption Commission, Sylhet. Nevertheless I feel requisiteness to focus on some particular counts to dismiss any chance of obfuscation. *Obviously the Commissioner or an officer duly authorized by the Commission is empowered to hold enquiry on the allegation of corruption on any subject matter as well as on the allegation of commission of schedule offences of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 under section 19 of the said Ain read with rules 8 and 20 of the Rules, 2007. It is to be mentioned here significantly that the definition of the word 'enquiry' finds place in section 2(ka) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 and the same has been couched in the following words:* *২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, (ক) '' অনুসন্ধান'' অর্থ তফসিলভুকী কোন অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হইবার পর উহা কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে উক্ত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে কমিশন বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;* *Now let us move to the evidence on record.* *It is evident that said Ram Mohan Nath the then Deputy Director, SoJeKa, Anti-Corruption Commission, Sylhet as P.W.-1 testified that he was posted as Deputy Director in the office of Anti-Corruption Commission, SoJeKa, Sylhet before and after 19.04.2016; that on the basis of memo no. 520 dated 19.04.2016 he was assigned to enquire the allegation of misappropriation of crores of taka against the accused namely Shubroto*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Chakrabharty Jewel who allegedly capitalized the names of the freedom-fighters. He also propounded the letter bearing memo no. Dudok/Bika/Sylhet/520 dated 19.04.2016 and same is seen to have been marked as Exbt.1. *Corroborating the fact of issuance of notices upon the accused he also produced receipt copies of three notices bearing memo No. 1662 dated 25.05.2016, memo No. 1803 dated 09.06.2016 and memo. No. 1948 dated 22.06.2016 which have been market as Exbt.2, 3 and 4. He identified his signatures therein as well. He added in his deposition that even after having all three notices consecutively the accused neither appeared nor produced any documents before him.* *Remaining stolid in cross he told noting contradictory.* *P.W.2 Constable no. 138, Md. Tazul Islam, Anti-Corruption Commission, SoJeka, Sylhet stated in his examination in chief that he was posted as constable in the office of Anti Corruption Commission Sojeka, Sylhet before and after 01.06.2016. Identifying his signatures in Exbt.2, 3 and 4 he told in tune that the accused received the first two notices through his agent namely Md. Nazamuddin, Office Assistant and the last one by himself. He however narrated that on both he former occasions the accused told him over mobile phone to confer them to said Nizamuddin.* *In fact he was cross examined by the defence at length but the same is not worth mentioning so far.* *P.W. 3 Reva Halder, Deputy Director, Anti-Corruption Commission, Head Office, Dhaka is none but the informant and investigating officer of the instant case. Reiterating the version of the ejahar and*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		assertions of P.W.1 & 2 she produced the sanction of ejahar, the letter appointing her as investigating officer and the sanction of charge sheet market as Exbt.6,7 & 8. Earlier the proved the ejahar and identified her signature available in the same marked as Exbt.5 and 5/1. *Needless to say the defence could not educe anything either to dismantle the case of the prosecution or to establish any case in their favour from cross examination.* *Marshalling, sifting and appreciating both oral and documentary evidence adduced by the prosecution and discussed hereinbefore, we are eventually led to hold beyond all reasonable doubt that P.W.1 Ram Mohan Nath while conducting inquiry on the basis of the letter bearing memo No. Dudok/Bika/Sylhet/520 dated 19.04.2016 (Ext.1) issued notices bearing memo no. 1662 dated 25.05.2016 (Exbt.2), memo No. 1803 dated 09.06.2016 (Exbt.3) and memo No. 1948 dated 22.06.2016 (Exbt.4) upon the accused. It is evident that Md. Nizamuddin, Office Assistant of the accused received the first two notices by putting his signatures and the accused himself received the last one by putting signature of his own.* *In fact the accused having received the notices has certainly got special knowledge respecting his subsequent action and according to section 106 of the Evidence Act, 1872 he is supposed to discharge the burden unlike other criminal cases, es[ecially when the prosecution has proved the event of service of notice u/s 19(1) of the Durnity Domon Commission Ain, 2004 leaving no room for suspicion. The prosecution therefore discharged its burden. Unfortunately the*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		whole gamut of the evidence on record does not bring forth any such inference favouring the defence at all. Thus the accused in fact miserably failed to discharge the burden of showing that he had not willfully disobeyed any direction given u/s 19(1) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004. In absence of any such discharge, his defence results in failure as bad one and as such he cannot escape conviction u/s 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004. *Therefore we can irresistibly draw conclusion to the effect that the accused namely Shubroto Chakrabharty Jewel has committed the offence punishable u/s 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004. Still there remains another bout before the omega, since the aforementioned penal section provides punishment with imprisonment for a term which may extend to 3(three) years or with fine or both.* *It goes without saying that the most difficult task of a judge is to decide what would be the quantum of sentence after finding guilt of an accused. Focusting a bit on such quandary honorable High Court Division in the case the state vs Rokeya Begum reported in 13BLT 377=10 BLC 687 holds as under;* *Sentencing dicretion on the part of a judge is the most difficult task to perform. It is also not possible to lay down any cut and dry formula for imposition of sentence, but the object of sentence should be to see that the crime does not go unpunished and the victim of crime as, also, the society has the satisfaction that justice has been done.* *In the case of Santosh Mia vs. state reported in 42 DLR 171 honorable High Court Division observes that the criminal and not the crime must figure*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		prominently in shaping the sentence. *Chanakya also known as Kautilya or Vishnu Gupta (c. 370-283 BC) put his thought as to dandaniti (principle of punishment) in his world renowned book 'Arthashastra' in the following verses:* *Whoever imposes severe punishment becomes repulsive to the people; while he who awards mild punishment becomes contemptible. But whoever imposes punishment as deserved becomes respectable. For punishment when awarded with due consideration, makes the people devoted to righteousness and to works productive of wealth and enjoyment; while punishment, when ill-awarded under the influence of greed and anger or owing to ignorance, excites fury even among hermits and ascetics dwelling in forests, not to speak of householders.* *Regarding the fixation of punishment in the range permissible by law, Bentham said that the quantum should vary according to the offender's capacity to suffer. Accordingly, in sentencing the individual the judge must have the capacity, the resources and the time to weigh the circumstances of the individual standing for sentence.* *Last but not the least; I would like to highlight another facet of the instant case. The record shows that elapsed more than three years by this time after commission of the offence so proved in the case in hand but till today the commission could not lodged any specific case of corruption against the accused.* *Having regards to foregoing discussion (Illegible) the gravity of the offence, P.C./P.R. and age of the accused as well as the time elapsed by this time to conclude the trial. I am of the view that justice would be*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		met if the punishment of minimum grade available for the offence u/s 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 namely a sentence of fine of Tk. 10,000/-(ten thousand taka only) in default to suffer simple imprisonment for 6(six) months is awarded. All the points for determination are thus answered in affirmative with little modification in view of foregoing observations. *Hence, it is* *Ordered* *that the accused namely Shubroto Chakrabharty Jewel s/o Late Shubot Chakrabharty, Momota-05, Chali Bandar, District-Sylhet be held guilty of the charge under section 19(3) of the Durniti Domon Commission Ain, 2004 and be convicted thereof. He is hereby sentenced to pay fine of Tk. 10,000/-(ten thousand taka only) in default to suffer simple imprisonment for 6(six) months thereunder.* *The convict is directed to deposit the amount of fine within 30 (thirty) days from this day accordingly.* *Let the documents seized by the investigating officer be sent back to the office concerned after expiry of the period of limitation provided for preferring appeal.* *Let the copies of the judgment and sentence be sent to the learned Chief Metropolitan Magistrate and District Magistrate, Sylhet for information as per provision of section 373 of the Code of Criminal Procedure, 1898.* *Dictated & corrected by me.* *SD/-Illegible* *03.09.2019* *(SK. Ashfaqur Rahman)* *Divisional Special Judge* *Sylhet* *SD/-Illegible* *03.09.2019* *(SK. Ashfaqur Rahman)* *Divisional Special Judge* *Sylhet*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র মোকদ্দমার রাস্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী রাম মোহন নাথ এর সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

পি, ডব্লিউ-১

রাম মোহন নাথ

আমি বিগত ১৯.০৪.২০১৬ ইং তারিখের আগে এবং পরে দুদক, সজেকা, সিলেটে উপ-পরিচালক পদে কর্মরত ছিলাম। আসামী সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল) মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ভাঙ্গিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসাবে আমাকে স্মারক নং- ৫২০, তারিখ- ১৯.০৪.২০১৬ ইং মূলে নিয়োগ করা হয়। এই সেই স্মারক নং- ৫২০ প্রদর্শনী- ১।

আমি অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসাবে ২৫.০৫.২০১৬ ইং তারিখে স্মারক নং- ১৬৬২ মূলে জনাব সুব্রত চক্রবর্তীর নামে নোটিশ প্রদান করি। নোটিশে ০২.০৬.২০১৬ ইং তারিখ ১৪.০০ ঘটিকার সময় আমার কার্যালয়ে তাহার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে রিক্সার নম্বর প্লেইট বিতরনকারীদের নামের তালিকা, রিক্সার ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয় হিসাব (টাকা খরচের ভাউচার সহ) ও ক্যাশ বহি সংগে আনার অনুরোধ করি। নোটিশ তাহার পক্ষে তাহার অফিসের অফিস সহকারী জনাব নিজাম উদ্দিনের নিকট তাহার কথামতে নোটিশ জারীকারক কং- ১৩৮ মোঃ তাজুল ইসলাম সমজাইয়া দেন এবং বর্নিত নিজাম উদ্দিন তা ০১.০৬.২০১৬ ইং তারিখে স্বাক্ষর করে গ্রহন করেন। এই সেই নোটিশের মূল কপি ও তাতে এই আমার ২টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ২, ২/১, ২/২।

পরবর্তীতে আমি বিগত ০৯.০৬.২০১৬ ইং তারিখ স্মারক নং- ১৮০৩ মূলে জনাব সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলকে আরেকখানা নোটিশ দেই যেথায় ১৯.০৬.২০১৬ ইং তারিখ ১১.০০ টার সময় আমার কার্যালয়ে পূর্বের নোটিশে বর্ণিত কাগজাদিসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে কুরবানির ঈদের ইজারা প্রাপ্ত গরুর বাজার হতে প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাবসহ ক্যাশ বহি এবং তথ্য মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কম্পিউটারের মজুদ বই সংগে আনার জন্য অনুরোধ করি। বর্নিত নোটিশ কং- ১৩৮ মোঃ তাজুল ইসলাম জনাব সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলের তার অফিস এবং বাসায় গিয়ে তাকে না পাওয়ায় মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি পূর্বের মত তার অফিস সহকারী নিজাম উদ্দিনের নিকট বুঝিয়ে দিতে বলেন। তাহার কথামত কং তাজুল ইসলাম তার অফিসহ সহকারী নিজাম উদ্দিনের নিকট বিগত ১৯.০৬.২০১৬ ইং তারিখে নোটিশটি সমজিয়ে দেন এবং বর্নিত নিজাম উদ্দিন তার স্বাক্ষর প্রদান করে তা গ্রহন করেন। এই সেই নোটিশের মুল কপি যেথায় আমার ২টি স্বাক্ষর আছে প্রদর্শনী- ৩, ৩/১, ৩/২।

পরবর্তীতে আমি ২২.০৬.২০১৬ ইং তারিখ স্মারক নং- ১৯৪৮ মূলে জনাব সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলকে শেষবারের মত নোটিশ প্রদান পূর্বক পূর্বের ২টি নোটিশে বর্নিত কাগজাদিসহ আমার কার্যালয়ে ২৭.০৬.২০১৬ ইং তারিখে বেলা ১১.০০ টার সময় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		করি। যাহা তিনি বিগত ২৩.০৬.২০১৬ ইং তারিখে নিজে স্বাক্ষর করে গ্রহন করেন। এই সেই নোটিশের মুল কপি ও তাতে আমার ২টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী- ৪, ৪/১, ৪/২। পর্যায়ক্রমে ৩টি নোটিশ পাওয়ার পরও জনাব সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েল নোটিশে বর্নিত স্থানে উপস্থিত হন নাই এবং কোন কাগজাদিও আমার নিকট উপস্থাপন করেন নাই এর প্রেক্ষিতে আমি বিগত ১২.০৭.২০১৬ ইং তারিখে পরিচালক, দুদক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট বরাবরে অভিযুক্ত জনাব সুব্রত চক্রবর্তী জুয়েলের নিকট থাকা অভিযোগ সংশ্লিস্ট চাহিত রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করায় দুদক আইনের ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারায় শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছে বিধায় তার বিরুদ্ধে মামলা রুজুর অনুমতি প্রদানের সুপারিশসহ অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করি। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন দাখিল করার পর আমি প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় বদলী হয়ে চলে যাই। **XXX আসামী পক্ষে** **আসামী কাগজপত্র না দেওয়ায় আমি অভিযোগ যাচাই করিতে পারি নাই।** আসামী মুক্তিযোদ্ধা সংসদে ০১.০৭.২০১৪ ইং তারিখে দায়িত্বভার গ্রহন করে কিনা আমার জানা নাই। সত্য নয় যে, আসামীর দায়িত্বকালীন সময় সরকার হতে কোন টাকা, কম্পিউটার বা অন্য কোন বরাদ্দ আসে নাই। সত্য নয় যে, আসামী কোন টাকা আত্মসাৎ করেন নাই। **আসামী ব্যাংক একাউন্ট নম্বর সরবরাহ না করায় তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।** সত্য নয় যে, আসামী প্রথম নোটিশ পেয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায় যারা আমাকে সব অবহিত করিয়া আসে। আসামী শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভারত চিকিৎসার জন্য যায় কিনা আমার জানা নাই। **সত্য নয় যে, আসামী ভারত থেকে ফিরে ৩১.১০.২০১৬ ইং তারিখে একটি জবাব দাখিল করেন কিন্তু তা আমি গ্রহন করা স্বত্বেও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র দেই নাই।** সত্য নয় যে, আসামী ইজারা প্রাপ্ত গরু ছাগলের হাট খাতের কোন টাকা আত্মসাৎ করেন নাই এবং বর্নিত সময়ে কোন দায়িত্বে ছিলেন না। সত্য নয় যে, আসামী নোটিশ পাওয়ার পর যথাযথভাবে জবাব দাখিল করে এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা অমান্য করেন নাই। আমার জানা নাই যে, আসামী হৃদরোগী কিনা। আসামী একজন ভালো লোক সত্য নয়। আমি নিজে মামলা করি নাই। আমি আসামীকে আগে কখনও দেখি নাই। আজ আদালতে প্রথম দেখিলাম। সত্য নয় যে, আমি আদৌ সঠিকভাবে অনুসন্ধান করি নাই। সত্য নয় যে, আসামী রনাঙ্গন-৭১ নামে একটি বই লিখেন এবং এই বইয়ের কারনে কিছু মানুষ অসন্তুষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্র করে এই মামলার সৃষ্টি করেছেন। স্বা/- অপাঠ্য ১৬.০৫.২০১৯ অভিযুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে পৌনঃপুনিক অর্থ আত্মসাতের ইংগিত করা সত্ত্বেও তার কোন ব্যাংক একাউন্ট এর উল্লেখ পর্যন্ত নেই । অভিযোগ পত্রটি বিগত ইংরেজী ১৬/০২/২০১৭ তারিখ এ দাখিল করার পূর্বে অভিযুক্ত আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত স্মারক নং- ১৯৪৮ তাং ২২/০৬/২০১৬ এর জবাব (যা ০১/১০/২০১৬ তারিখ দাখিলকৃত) এর কোন উল্লেখ নেই।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রসিকিউশন পক্ষে তিনজন স্বাক্ষী দেয়। তারা প্রত্যেকে পক্ষপাতদুষ্ট একজনও নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়নি।

কেবলমাত্র তিনটি নোটিশকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিচারিক আদালত ঐ নোটিশের প্রেক্ষাপটে অভিযুক্তের দাখিলকৃত জবাবকে তদন্তকারী অফিসার এর মতই কোনভাবে আমলে নেন নাই।

১৯(৩) ধারার মূল বিবেচ্য হলো- ‘‘কমিশনার বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপধারা-(১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দন্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং .....।’’

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ১৯(১) এর উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপঃ

‘‘**১৯। অনুসন্ধান বা তদন্তকাজে কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা।** (১) দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন অভিযোগের অসুন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্রে, কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ- (ক) সাক্ষীর প্রতি নোটিশ জারী ও উপস্থিতি নিশ্চিতকরন এবং ---- সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা।’’

বর্তমান মোকদ্দমায় প্রসিকিউশন পক্ষ দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন পূর্বক এরূপ কোন ‘‘বাধা’’ বা ‘‘ইচ্ছাকৃত অমান্য’’ এর ঘটনা প্রমাণ করতে সম্পুর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৯(১) অনুযায়ী ‘‘দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগের’’ অনুসন্ধান বা তদন্তকালে ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করা হলে ১৯(৩) উপধারার প্রাসঙ্গিকতা উত্থাপন হয়। মূলত ১৯(৩) ধারা প্রযোগের কোন ভিত্তিই বর্তমান মোকদ্দমায় অনুপস্থিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ১৬/২০১৭-এ দাখিলকৃত ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ২৪১(এ) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারী আসামীকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতির দরখাস্তটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

মাননীয় বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত, সিলেট

বিশেষ মামলা নং- ১৬/২০১৭ ইংরেজী

ধারাঃ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ ইং এর ১৯(৩)

সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)

জেলা ইউনিট কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

জেলা ইউনিজ কমান্ড, সিলেট

পিতা- মৃত সুরোধ চক্রবর্তী

সমতা-০৫, চালিবন্দর, সিলেট।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		----- *আসামী।* *-বনাম-* *রাষ্ট্র* ----- *বাদী।* ***বিষয়ঃ ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ২৪১(এ) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারী আসামীকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দানের প্রার্থনা।*** *দরখাস্তকারী আসামীর নিবেদন এই যে,* *১। অত্র মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, এজাহারদাতা রেভা হালদার, উপ-পরিচালক, দূর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, অভিযুক্ত জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল) এর হেফাজতে থাকা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট চাহিত রেকর্ডপত্র সরবরাহ না করে তিনি দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। দূর্ণীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর ই/আর নং- ০৮/২০১৬ অনুসন্ধানকালে অভিযুক্ত জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)কে স্মারক নং- ১৬৬২ তাং ২৫.০৫.২০১৬ খ্রিঃ, স্মারক নং- ১৮০৩, তাং- ০৯.০৬.২০১৬ খ্রিঃ এবং স্মারক নং- ১৯৪৮ তাং- ২২.০৬.২০১৬ খ্রিঃ মূলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রসহ হাজির হয়ে বক্তব্য প্রদান করার জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। দুদক কর্তৃক প্রথমে ইস্যুকৃত নোটিশ ২টি অভিযুক্তের অফিস সহকারী জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনের মাধ্যমে গ্রহণ করেন এবং ২২.০৬.২০১৬ ইং তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশটি তিনি নিজ স্বাক্ষরে গ্রহণ করেও চাহিত রেকর্ডপত্রসহ দুদুক কার্যালয়ে হাজির ও বক্তব্য প্রদান করেননি বলে অভিযোগ করা হয়। আরোও অভিযোগ করা হয়, উল্লেখিত সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩,৫২,৮০,০০০/- টাকা, সিলেজ মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্পের ১৪,০০,০০০/- টাকা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, সিলেট এর অনুকূলে তথ্য মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্ধকৃত ১৩টি কম্পিউটারসহ সিলেজ এর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে বিগত ২০০৭ সালে কোরবানীর ঈদে সিলেট সিটি কর্পোরেশন হতে ইজারা প্রদানকৃত সিলেট কয়েদী মাঠের গরুর বাজার হতে গরু, মহিষ ও ছাগল বিক্রির খাজনা বাবদ প্রাপ্ত টাকা আত্মসাৎ করার অপরাধের দায় হতে অব্যাহিত পাওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে চাহিত রেকর্ডপত্র সরবরাহ হতে বিরত রয়েছেন এবং অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান হতেও বিরত রয়েছেন। পরবর্তীতে বাদী দরখাস্তকারী আসামীর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী মডেল থানা, সিলেট উক্ত মামলা দায়ের করেন।*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২। উক্ত মামলা দায়েরের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা দূর্নীতি দমন কমিশন, সিলেট এর উক্ত পরিচালক রেভা হালদার উক্ত মামলাটি তদন্ত পূর্বক বিগত ১৬.০২.২০১৭ ইং তারিখের আসামীর বিরুদ্ধে দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ১৯(৩) ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। অত্র মামলা বিচারের নিমিত্ত অদ্য মাননীয় আদালতে প্রেরণ পূর্বক অভিযোগ গঠনের জন্য ধার্য্য আছে। *৩। দরখাস্তকারী আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ। বাদীর কথিত ঘটনার সহিত তিনি কোনো ভাবেই জড়িত নহেন। দরখাস্তকারী আসামীকে তাহার শত্রুলোকের যোগসাজসে ও কু-পরামর্মে মিথ্যা ভাবে অত্র মামলায় জড়িত করা হইয়াছে।* *৪। দরখাস্তকারী/আসামী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি সম্মুখ সমরে পাক-হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি বয়ো-বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং ঝুকিপূর্ণ হার্ট এর রোগী এবং তাহার হার্টে পাঁচটি ব্লক ধরা পড়িয়াছে। চিকিৎসক তাহাকে বাইপাস সার্জারির পরামর্শ দিয়াছেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামে থাকার কথা বিধায় তিনি এই মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার।* *৫। দরখাস্তকারী/আসামী সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর একজন স্বনামধন্য কামান্ডার হিসাবে ১লা জুলাই ২০১৪ ইং সনে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হিসেবে তিনি অত্যন্ত সুনামের সহিত সিলেট জেলা ইউনিট কমান্ড পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাহার দায়িত্ব পালনকালে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন টাকা কিংবা কম্পিউটার আত্মসাৎ করেন নাই।* *৬। দরখাস্তকারী আসামী সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচিত কমান্ডার হিসাবে বর্তমান দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সিলেট জেলা ইউনিট কমান্ডের নামে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা অন্য কোন মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর বা কর্তৃক্ষ থেকে কোন অর্থ বরাদ্দ বা অনুদান বা কম্পিউটার দেওয়া হয়নি। কাজেই অর্থ আত্মসাৎ এর বিষয়টি ভিত্তিহীন।* *৭। দরখাস্তকারী/আসামী ০০৭ ইং সনে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোন দায়িত্বে ছিলেন না এবং ঐ সময়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নামে কোন হাটবাজার ইজারা নেওয়া হয়নি বিধায় গরু-মহিষ, ছাগল বিক্রির খাজনা বাবদ টাকা আত্মসাতৎ এর সাথে তিনি কোন ভাবেই জড়িত নন।* *৮। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিৎ, জিন্দাবাজার, সিলেট শাখায় মুক্তিযোদ্ধা*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সংসদ সিলেট এর একটি হিসাব আছে। যাহা গঠনতন্ত্র মোতাবেক যৌথভাবে পরিচালিত হয়। উক্ত হিসাব নম্বরে দরখাস্তকারী/আসামীর দায়িত্ব পাওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যন্ত কোন প্রকল্প বাবদ ৩,৫২,৮০,০০০/- টাকা কিংবা ১৪,০০,০০০/- টাকা কোন সময়ে কোন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয় নাই। যেহেতু বরাদ্দ নাই সেইহেতু আত্মসাতের বিষয়টি কাল্পনিক।

৯। বাদীর কথিত অভিযোগের নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া আসামীর অসুস্থতার কারণে আসামীর পক্ষ হইতে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের একটি প্রতিনিধি দল সিলেট দূর্নীতি দমন অফিসে যান এবং উল্লেখিত অভিযোগ সম্পর্কে তাহারা মৌখিক ভাবে অবহিত করেন। পরবর্তীতে আসামীর শারীরিক অবস্থার অবনতিত হওয়ায় দরখাস্তকারী আসামী চিকিৎসার জন্য ভারতে যান। পরবর্তী সময় চিকিৎসা শেষে ভারত হইতে আসিয়া দরখাস্তকারী আসামী বিগত ৩১.১০.২০১৬ ইং তারিখে দূর্নীতি দমন কমিশন, সিলেট বরাবরে লিখিত জবাব প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কমিশন দরখাস্তকারীকে বলার পরও জবাবের কোন রিসিভ কপি প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

১০। দরখাস্তকারী/আসামীর বিরুদ্ধে অত্র মামলায় অভিযোগ গঠন করার মত কোন উপাদান না থাকায় দরখাস্তকারী অত্র অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার হকদার।

১১। দরখাস্তকারী/আসামী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাহার সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য একটি কুচক্রি মহল তাহাকে সম্পূর্ণ মিথ্যাভাবে এই মামলায় জড়িত করিয়াছেন। সর্বাবস্থায় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার মত কোন উপাদান না থাকায় দরখাস্তকারী আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিঃ আইনের ১৪১(এ) ধারার বিধান মতে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা আবশ্যক। নতুবা ক্ষতির স্থল বটে।

অতএব প্রার্থনা যে, মাননীয় আদালত কৃপা বিতরনে উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনা ক্রমে ফৌঃ কাঃ বিধি আইনের ১৪১(এ) ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারী আসামীকে অত্র মামলার অভিযোগ গঠনের দায় হইতে অব্যাহতির আদেশ দানে মর্জি হয়। ইতি তাং- ১৮.০৭.০১৭ ইরেজী।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৫.০৫.২০১৬ তারিখের নোটিশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

দুর্নীতি দমন কমিশন

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সমন্বিত জেলা কার্যালয়
সিলেট

স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৬৬২ তারিখ- ২৫.০৫.২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবন ও গ্রহণ প্রসঙ্গে নোটিশ (কমিশন আইনের ১৯ ও ২০ ধারা কমিশন বিধিমালার ২০ বিধিসহ ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬০ ধারা মতে)।

সূত্রঃ (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর স্মারক নং- ৫২০ তারিখ- ১৯.০৪.২০১৬ খ্রিঃ।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর ই/আর নং- ০৮/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্নক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ *প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩,৫২,৮০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি।*

সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের সুষ্ঠূ অনুসন্ধানের স্বার্থে আপনার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিধায় উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে আগামী ০২.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ১৪.০০ টার সময় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে (২৪, এতিম স্কুল রোড, বাগবাড়ী, সিলেট) হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে ব্যার্থ হলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা/কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আপনার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের রিক্সার নম্বর প্লেইট বিতরণকারীদের নামের তালিকা, রিক্সার ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব (টাকা খরচের ভাউচারসহ) ও ক্যাশ বহি সংগে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক ঃ জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)
জেলা ইউনিট কমান্ডার
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,
জেলা ইউনিট কমান্ড, সিলেট।
পিতা- মৃত সুরোধ চক্রবর্তী
সমতা-৫, চালিবন্দর, সিলেট।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৫.০৫.১৬
(রাম মোহন নাথ)
উপ-পরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৬৬২/১ তারিখ- ২৫.০৫.২০১৬খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।

স্বা/- অস্পষ্ট
২৫.০৫.১৬
(রাম মোহন নাথ)
উপ-পরিচালক।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০৯.০৬.২০১৬ তারিখের নোটিশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়
সিলেট

স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৮০৩ তারিখ- ০৯.০৬.২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবন ও গ্রহণ প্রসঙ্গে নোটিশ (কমিশন আইনের ১৯ ও ২০ ধারা কমিশন বিধিমালার ২০ বিধিসহ ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬০ ধারা মতে)।

সূত্রঃ (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর স্মারক নং- ৫২০ তারিখ- ১৯.০৪.২০১৬ খ্রিঃ।

(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর ই/আর নং- ০৮/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্নক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

***অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩,৫২,৮০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি।*

সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের সুষ্ঠূ অনুসন্ধানের স্বার্থে আপনার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিধায় উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে আগামী ১৬.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ১১.০০ টার সময় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে (২৪, এতিম স্কুল রোড, বাগবাড়ী, সিলেট) হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে ব্যার্থ হলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা/কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আপনার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রিক্সার নম্বর প্লেইট বিতরণকারীদের নামের তালিকা, রিক্সার ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব (টাকা খরচের ভাউচারসহ) ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকুলে কোরবানীর ঈদে ইজারা প্রাপ্ত গরুর বাজার হতে প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাবসহ ক্যাশ বহি এবং তথ্য মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কম্পিউটার এর মুজদ বহি সংগে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো। *প্রাপক ঃ জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)* *জেলা ইউনিট কমান্ডার* *বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,* *জেলা ইউনিট কমান্ড, সিলেট।* *পিতা- মৃত সুরোধ চক্রবর্তী* *সমতা-৫, চালিবন্দর, সিলেট।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *০৯.০৬.১৬* *(রাম মোহন নাথ)* *উপ-পরিচালক* *দুর্নীতি দমন কমিশন* *সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট।* *স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৮০৩/১ তারিখ- ০৯.০৬.২০১৬খ্রিঃ* *সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ* *১। পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *০৯.০৬.১৬* *(রাম মোহন নাথ)* *উপ-পরিচালক।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২২.০৬.২০১৬ তারিখের নোটিশটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** **দুর্নীতি দমন কমিশন** **সমন্বিত জেলা কার্যালয়** **সিলেট** *স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৯৪৮ তারিখ- ২২.০৬.২০১৬খ্রিঃ* ***বিষয়ঃ অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবন ও গ্রহণ প্রসঙ্গে নোটিশ (কমিশন আইনের ১৯ ও ২০ ধারা কমিশন বিধিমালার ২০ বিধিসহ ফৌঃ কাঃ বিধির ১৬০ ধারা মতে)।*** *সূত্রঃ (১) দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর স্মারক নং- ৫২০ তারিখ- ১৯.০৪.২০১৬ খ্রিঃ।* *(২) দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট এর ই/আর নং-*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		০৮/২০১৬। *উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধানপূর্নক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।* ***অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ*** *প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ৩,৫২,৮০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগটি।* *সূত্রে উল্লেখিত অভিযোগের সুষ্ঠূ অনুসন্ধানের স্বার্থে আপনার বক্তব্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।* *বিধায় উল্লেখিত অভিযোগের বিষয়ে আগামী ২৭.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ১১.০০ টার সময় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে (২৪, এতিম স্কুল রোড, বাগবাড়ী, সিলেট) হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে ব্যার্থ হলে আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা/কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আপনার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের রিক্সার নম্বর প্লেইট বিতরণকারীদের নামের তালিকা, রিক্সার ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাব (টাকা খরচের ভাউচারসহ) ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকুলে কোরবানীর ঈদে ইজারা প্রাপ্ত গরুর বাজার হতে প্রাপ্ত টাকার আয় ব্যয়ের হিসাবসহ ক্যাশ বহি এবং তথ্য মন্ত্রণালয় হতে গৃহীত কম্পিউটার এর মুজদ বহি সংগে আনার জন্য শেষবারের মত পুনঃরায় অনুরোধ করা হলো।* *প্রাপক ঃ জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল)* *জেলা ইউনিট কমান্ডার* *বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,* *জেলা ইউনিট কমান্ড, সিলেট।* *পিতা- মৃত সুরোধ চক্রবর্তী* *সমতা-৫, চালিবন্দর, সিলেট।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *২১.০৬.১৬* *(রাম মোহন নাথ)* *উপ-পরিচালক* *দুর্নীতি দমন কমিশন* *সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট।* *স্মারক নং- দুদক/সজেকা/সিলেট/১৯৪৮/১ তারিখ- ২২.০৬.২০১৬খ্রিঃ* *সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ* *১। পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।* *স্বা/- অস্পষ্ট* *২১.০৬.১৬* *(রাম মোহন নাথ)* *উপ-পরিচালক।*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৮.০১.২০১৮ তারিখের পত্রটি নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত
দুর্নীতি দমন কমিশন
বিভাগীয় কার্যালয়
সিলেট।

স্মারক নং- ০৪.০১.৩৬০০.৬৬৩.০১.০৯০.১৬ তারিখ- .০১.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল), জেলা ইউনিট কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড, সিলেট এর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থ আত্মসাত প্রসংগে।

সূত্রঃ *(১) দুদক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার স্মারক নং- ০৪.০১.৯১০০.৬৬২.০১.০২৪.১৬.২২৪৬ তারিখ- ২১.০১.২০১৮ খ্রিঃ।*

(২) দুদক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটের স্মারক নং- ৯৪৮ তারিখ- ২০.১২.২০১৭ খ্রিঃ।

(৩) দুদক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জের স্মারক নং- ১২২২ তারিখ- ২৬.১১.২০১৭ খ্রিঃ।

(৪) দুদক, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জের ই/আর নং- ১৭/২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের সূত্রস্থ পত্রের কপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। বিষয়ে বর্ণিত অভিযোগটি অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক পরিসমাপ্ত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

সংযুক্তঃ ০১ (এক) পাতা।

স্বা/- অস্পষ্ট
নিরু শামসুন নাহার
পরিচালক
ফোনঃ ০৮২১-৭১৭২০৭

উপপরিচালক
দুর্নীতি দমন কমিশন
সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ।

স্মারক নং- ০৪.০১.৩৬০০.৬৬৩.০১.০৯০.১৬.৫৯/১(৩) তারিখ- ২৮.০১.২০১৮খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। উপপরিচালক (অনুঃ ও তদন্ত-২)/সিলেট, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২। জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ (বর্তমানে- সাজেকা, চট্টগ্রাম-১)।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

৩। জনাব সুব্রত চক্রবর্তী (জুয়েল), জেলা ইউনিট কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, জেলা ইউনিট কমান্ড সিলেট।

৪। অফিস কপি।

স্বা/- অস্পষ্ট
২২.০২.১৮
নিরু শামসুন নাহার
পরিচালক
ফোনঃ ০৮২১-৭১৭২০৭

অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে কমিশন হতে বৈধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে বাধা প্রদানের কোন অভিযোগ এজাহারকারী করেন নাই।

আপীলকারী স্বীকার করেন যে, তিনি দুর্নীতি দমন কমিশনের অফিস সহকারী জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনের মাধ্যমে বিগত ইংরেজী ২৫.০৫.২০১৬ এবং ০৯.০৬.২০১৬ তারিখের নোটিশ দুটি স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেন। কিন্তু উপরিল্লিখিত নোটিশ দুটি গ্রহণ করার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়লে আপীলকারীর পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি দল সিলেট দুর্নীতি দমন কমিশনে যান এবং এজাহারকারীর অভিযোগ সম্পর্কে কমিশনকে মৌখিক ভাবে অবহিত করেন। পরবর্তীতে আসামীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আসামী-আপীলকারী ভারত যেতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে চিকিৎসা শেষে ভারত হতে ফেরত এসে দরখাস্তকারী বিগত ইংরেজী ৩১.১০.২০১৬ তারিখে লিখিত জবাব প্রদান করেন। কিন্ত কমিশন উক্ত লিখিত জবাবের কোন প্রাপ্তি স্বীকার প্রদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ফলে এটি প্রমানিত যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর উপরিল্লিখিত ধারা ১৯ এর উপধারা ১এর অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ অত্র আপীলকারী ইচ্ছাকৃত ভাবে অমান্য করেন নাই। আপীলকারী অসুস্থ থাকার কারনে আপীলকারীর পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রতিনিধি কমিশনের অফিসে যেয়ে মৌখিক ভাবে অবহিত করেন। এছাড়াও ভারত হতে চিকিৎসা শেষে ফেরত এসে বিগত ইংরেজী ৩১.১০.২০১৬ তারিখে লিখিত জবাব

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দাখিল করলেও কমিশন ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করেন নাই। দুর্নীতি দমন কমিশন বিভাগীয় কার্যালয় সিলেট কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৮.০১.২০১৮ তারিখের পত্রে আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অর্থ আত্মসাৎ এর কোন প্রমান অনুসন্ধানকারী কর্তৃক প্রমানিত না হওয়ায় কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। আপীলকারীর বিরুদ্ধে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড এখতিয়ারবিহীন এবং বেআইনী। আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র আপীলটি মঞ্জুর করা হল। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, সিলেট কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ১৬/২০১৭-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল। আসামী-দরখাস্তকারী সুব্রত হালদার (জুয়েল)-কে অত্র মোকদ্দমার অভিযাগ থেকে অব্যাহতি তথা খালাস প্রদান করা হলো এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহিত দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।